Bengalis In Chicago

presents

PORIJAYI/পরিযায়ী

In collaboration with Kheyal

দুর্গোৎসব ১৪৩০

From the BIC and Kheyal families

From the Editor's Desk

আবার কাশফুলের গন্ধ আর উৎসবের আমেজ চারিদিকে। বোঝা যাচ্ছে মা আসছেন। গত বছরের সকল গ্লানি মুছে গিয়ে আবার আনন্দে মেতে ওঠার সময় এখন। সুদূর প্রবাসেও সেই আনন্দ ভাগ করে নেবার সময় এখন।

প্রতিবারের মতোই এইবারও আমরা মাকে বরণ করে নেবো শিকাগোতে; শিকাগোর সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সামিল হবে সেই উৎসবে। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, আমাদের পুজো আপন করে নেয় শিকাগোর সকল প্রান্তের সব মানুষকে। এ উৎসব যে সকলের উৎসব!

এই বছরের পুজো আমাদের মনের আরেকটু বেশী কাছের। এই প্রথমবার University of Chicago-তেও মাকে বরণ করে নিচ্ছি আমরা, "খেয়াল" নামক ছাত্র সংগঠনটির মাধ্যমে। "খেয়াল"-এর পথ চলা শুরু এই বছরেই। তাই এই বছরের "পরিযায়ী"-ও নতুন রূপে; Bengalis in Chicago আর "খেয়াল"-এর যৌথ উদ্যোগে। "খেয়াল"-এর পথ চলায় আপনাদের সকলকে পাশে চাই, চাই আপনাদের আশীর্বাদ ও শুভকামনা।

ভালো থাকবেন, সকলকে ভালো রাখবেন, আর "পরিযায়ী" কেমন লাগলো জানাবেন। আমাদের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে শুভ শারদীয়া।

সৌমিক ঘোষ (Editor)

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী (Editor)

অহনা চক্রবর্তী (Cover)

সূচিপত্র/Content

ঋণ - গোপা ভট্টাচার্য

বোমের ডায়ামিটার – সৌমিক ঘোষ

তোমায় পেলে - তমসুক পাল

ইরাবতী - রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

অভিমান – হিয়া রাজা

হলুদ ফুলের মতো – ভালোবাসা! – হিয়া রাজা

পরম্পরা - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

Repairs – Suhail Dutta

A recent travel to the Big Apple – Vikram Konkimalla (grade 6, 11 years)

ছবি/Art

Rapti Ghosh

Priyanka Chowdhury

Mousumi Bhattacharya

Esha Bandyopadhyay

Kuntal Ghosh

Esha Ghosh

Somsubhra Ghosh

ঋণ

গোপা ভট্টাচার্য

মাসের শুরুতে মাসকাবারির লিস্টে

তেল ,হলুদ , জিরে আর নুনের শেষে

গ্রীষ্মের মারগো , শীতের পিয়াস,

সেগুলোর ভাগ্যেও মেপে চলার অভ্যাস।

আজানুলম্বিত কেশ তাতে ডুব দিলে

শালিমার নয়ত জবাকুসুম সুগন্ধ

প্রসাধনী বলতে সিঁদূর,পাউডার,

লিপস্টিকটার ভাগ্যে, শুধুই অবহেলা।

কাজল পড়তে দেখিনি কখনো

চোখের গভীরতায় ছিল সৌন্দর্য

দেখেছি মায়া জড়ানো যৌথ সংসার

জ্বল জ্বল করতে মাথার লাল টিপ।

মাড় দেওয়া শাড়ি গদির তলায়

ইতি উতি খুঁজলে বুঝি পাওয়া যায়

রঙীন উল- কাঁটা ,হাতে শাঁখাপলা,

শরীরের নিমের ঘ্রাণ, মুখে পান

কথায় কথায় তোমার বড্ড অভিমান।

না পার্লারে যেতে কখনই দেখেনি

ঠান্ডা দেহ তবুও টানটান তোমার ত্বক

পন্ডসে'র কৌটো হতো খুচরো পয়সার ভাড়

সেদিন যেগুলোর ছিল ঋণ শোধের পালা

চাল ছড়িয়ে এসেছিলে, খই ছড়িয়ে যাওয়া।

অনেক কথাই বলেছিলে। আরো ছিল বাকি

ভুলে যাওয়া আমার অভ্যাস,সে আর নতুন কি।

ভাবছি বসে এই কথাটি জিজ্ঞেস করব কারে?

সব ব্যাথা কি মা বলতো বোরলীন দিলে সারে?

বোমের ডায়ামিটার
সৌমিক ঘোষ

বোমটার ডায়ামিটার ছিল ৩০ সেন্টিমিটার
আর বিস্ফোরণটা মেরেকেটে
সাত মিটার ডায়ামিটার চত্বর অবধি সীমাবদ্ধ।
বেশী না, এই চারজন মরল, আর এগারোজন আহত।
কিন্তু আরেকটু দূরে, এই এক কিমি দূরেই ধরুন,
দুটো হসপিটালে কয়েকটা সাদা কাপড়ে ঢাকা চামড়া পুড়ে যাওয়া মরা দেখতে পাচ্ছেন?

আর ওখানে তাকান, ঐ যে ওখানে –
ঐ দেখুন – একটা কবরখানায় কয়েকটা ফুলের তোড়া।
কিন্তু আরেকটা যে মেয়েটা মারা গেলো,
তাকে তো কবর দেওয়া হল অনেক দূরের দেশে,
যেখান থেকে ও পড়তে এসছিল।

সার্কেলটা এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল বলুন?

আর ঐ যে ছেলেটা, যে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটার জন্য কাঁদছে, অন্য মহাদেশে,
তার কথা কে বলবে?
তার বাড়ি যে হাজার হাজার মাইল দূরে, কত নদী, উপনদী, গাছপালা, দেশ, দ্বীপ, আকাশ,
আর মাটি পেরিয়ে।
এখন ডায়ামিটারটা কি এক লাফে সারা বিশ্বকে ঢুকিয়ে দিল বোমটার পেটে?

আর যে মা মরা বাচ্চারা ডুকরে কাঁদছে?
ধর্মাবতার, বুকে হাত রেখে বলুন তো সেই কান্না
ডায়ামিটারটা ভগবানের আসন অবধি নিয়ে যাচ্ছে না?

(ইজরায়েলি কবি ইয়েহুদা আমিচাই-এর একটি কবিতা অবলম্বনে)

তোমায় পেলে

তমসুক পাল

তোমায় পেলে ভালোই হত,

খোলা জানালার আকাশ দিতাম।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

গোলাপী খামে চিঠি পাঠাতাম।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

সব কবিতা প্রেমের হত।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

আগুনপলাশ ফাগুন পেত।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

নৈঃশব্দ শব্দ পেত।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

হিসেবনিকেশ ঘুচে যেত।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

আমার কথায় গান ঝরত।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

অচিনহৃদয় মুক্তি পেত।

তোমায় পেলে ভালোই হত,

ভালোই হত তোমায় পেলে।

Rapti Ghosh

ইরাবতী

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় – চিত্রশিল্পী

ইরাবতী ইরাবতী তোমায় দেখব বলে,

দাঁড়িয়ে ছিলাম ছুটির পরে শালপিয়ালের কোলে।

ইরাবতী তখন তুমি প্রথম ধরেছ শাড়ি,

দিনে দিনে হচ্ছো তুমি বালিকা থেকে নারী।।

গ্রীষ্ম পুজোর ছুটির মাঝে তোমার দেখা কই?

একবারটি দেখব বলে অপেক্ষাতেই রই।

দাঁড়িয়ে থাকি দেখব বলে কাজল নয়ণখানি,

মিছি মিছি স্বপ্ন দেখি জানি আমি জানি।।

তবু কি তুমি আমাকে দেখেও দেখো নাকি?

দিবাস্বপ্ন দেখে আমি তোমার আশায় থাকি।

মন মানে না স্বপ্ন গুলো অলীক দৃশ্যে ভরা,

রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে আমার তোমার সাথে ঘর করা।।

একদিন হঠাৎ দেখি—

তুমি চলে গেছ একা।

স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি,

আজ লাগছে ভীষণ ফাঁকা।।

Somsubhra Ghosh

অভিমান!

হিয়া রাজা

খুব ভাল স্মৃতি হয়ে থাক,
যমুনার জল যেন ছলাত ছলাত,
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কোনো
বিরহ বিধুর ধারাপাত!

রসাতলে যাক,
যে কটি মুহূর্ত দিয়ে
ভেবেছিলি কিনে নিলি আমার বরাত !

হিসেব মতোই, সব গল্পের শেষ আছে,
সব পাখি ঘরে ফেরে,
হয়তো বা একা যারা,

পাখা মুড়ে এসে বসে
একান্ত আপনার কাছে,
জবাবদিহির দায়,
নীরবে চাপায়,
ক্লান্ত ভাঙ্গা দুঃসহ পাখায়,
কবিতা লেখে কি ? হয়তো লেখে,
কেউ তো খোঁজেনি তার কাছে !

খুঁজিস না তুই কোনো মানে অনর্থক,
ভালো থাক,
কোথাও নেইতো জেগে,
হৃদয় খুনের বিচারক।

কখনো একাই কোনো আকাশের কোণ চেয়ে দেখো,
আকাশ একাই থাকে, মেঘ বৃথা বলে - মনে রেখো।

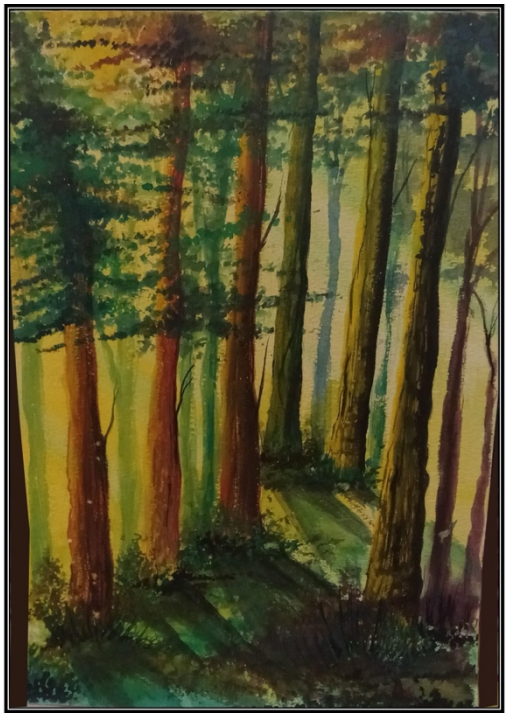

Rapti Ghosh

হলুদ ফুলের মতো - ভালোবাসা !

হিয়া রাজা

ভালোবাসা দেখলাম, সেদিন,
বেনামী নদীর ধারে, হতচ্ছাড়ি হলুদ বেহায়া ফুল,
বাউন্ডুলে এক ফড়িঙের সাথে ফিসফাস !
বাতাসও কবিতা লেখে, চিকচিক বালির খাতায়
আমি ভাবি কোন কৃত্তিবাস !

তারপর কোনোদিন হলুদ ফুলটি দেখলাম,
বিষণ্ন বালির চরে, নষ্ট ভালোবাসা হয়ে,
অবসন্ন, ছেঁড়াখোঁড়া, দুখিনি পয়ার,
কবিতা, কষ্টজলে লেখা !
ধুলোভরা নষ্ট নদী জুড়ে ! মূঢ় আমি পড়ি একা একা !

আমিও নদীর মতোই, অবগাহ স্নানে আধবেলা,
অবহেলা, চোখের পাতায় কাঁপে,
ভালোবাসা কেন ভরা থাকে
রাধার কি হাহাকারে, কোন অভিশাপে !
অপেক্ষায় ক্ষয়ে যায় সময়ের বিষন্ন পাথর,
প্রেম যদি নদী তবে কষ্ট অপার, বিপদজনক ভাবে ঢালু দুই পাড়,
কবিতা প্রেমের মতো, অসম্ভব বাস্তব,
সীমাহীন বিরহে কাতর !

হলুদ ফুলের মতো - ভালোবাসা নাই বা পাতালি !
একলা কবির মতো - ভালোবাসা নাই বা লিখলি !

একলা নদীর মতো - এভাবে নাই বা বয়ে গেলি !
একলা মানুষের মতো - এভাবে নাই বা প্রেম দিলি !
একলা ফুলের মতো, নদীর মতো, কবির মতো
- ভালোবাসা এতো কষ্টে, নাই বা লুটালি !

Esha Ghosh

পরম্পরা

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

১৯৯৮

এলোকেশী পড়েছেন মহা চিন্তায়। প্রবীর তাঁর একমাত্র ভাইপো, মা বাপ মরা ছেলে কে নিজের হাতেই প্রায় মানুষ করেছেন, নিজের ছেলের মতোই, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারেন না তার চালচলন। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কোথায় নাতি নাতনির মুখ দেখে আরামে চোখ বুঝবেন , তা নয় এখনো সংসারের সব কিছু তাকেই দেখে রাখতে হয়। কি যে এক cricket খেলার নেশায় ভাইপোটা মজেছে, কে জানে!

সারাদিন হয় অফিস এ থাকে, নয়তো ছুটির দিনে ক্লাবের মাঠে, খেলা ছেড়ে দিয়েও যেন খেলাটা ওকে ছাড়ছেনা। সেদিন একবার প্রবীর বাবু তাঁর পিসি কে বললেন বটে, "জানো তো? দুটো কাজ এক্ষুনি করা খুব দরকার!", তো এলোকেশী খুব খুশি হলেন, ভাবলেন হয়তো ভাইপোর সংসারে মতি হয়েছে, তো জিজ্ঞেস করলেন "কি করতে হবে বল? এক্ষুনি করে দিচ্ছি।", তখন তার ভাইপো উত্তরে বললেন "আরে তুমি কি করবে? বলছি আজহার কে এবার বাদ দেওয়া উচিত, ওকে বুঝতে হবে কেউ ই অপরিহার্য নয়, সে অধিনায়ক হলেও, আর কাম্বলি কে আর একটু খেলানো উচিত, নইলে ওর খেলার ধার টা ই কমে যাবে।" এই বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন আর তাঁর পিসিও বুঝলেন এই জন্মে আর তাঁর ভাইপো বিয়ে থা ও করবেনা আর তাঁর নাতি নাতনির মুখ ও দেখা হবেনা।

প্রবীর চ্যাটার্জী, এই এলাকার একজন নামকরা ক্রিকেট কোচ, একসময় রঞ্জি ট্রফি তে বাংলা দলের সদস্য ও হয়েছিলেন , যদিও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি। এ হেন প্রবীর, খেলা ছাড়ার পর একটি বেসরকারি সংস্থা এ চাকরি করা ছাড়াও পাড়ার ক্লাব টি তে শনি ও রবিবার করে প্রশিক্ষণ দেন, যদিও দল টি খুব একটা ভালো না, যেখানেই খেলতে যায় হেরে ভুত হয়ে ফেরে। এইবারের অন্ত: জেলা প্রতিযোগিতা নিয়ে অবশ্য প্রবীরবাবু বেশ আশাবাদী, অধিনায়ক বাপ্পার প্রতি তার প্রচুর আস্থা, আর এবার রাজেশ আর ইমরান , এই দুটো নতুন জোরে বোলার ও বেশ ভালো এসেছে, দেখা যাক! কি হয়?

ইসশ ছিঃ ছিঃ , এই খেললি তোরা? বাবলু, ওটা উইকেট কিপিং হচ্ছে, নাকি মাছ ধরতে নেমেছিস তুই? কোথায় মন তোর বল তো? আর পল্টু? একটা বল ও টিকতে পারলি না, বাপ্পা ও এ খেলে, না ওপেন করে বোঝাই যায় না! ভাগ্যিস আজকে রাজু আর ইমরান বল হাতে কামাল করলো, তাই কোনোরকমে মান রক্ষা হয়েছে, নইলে কি হতো বলতো ! শেষমেশ পাতিপুকুর এর এই পাতি দলটার কাছে হারতাম। যাক যে, এবার সব বাড়ি যা! আর হ্যাঁ বাপ্পা শোন, এরপর থেকে টস জিতে ব্যাটিং করিস না, তুই ভালো খেলছিস, কিন্তু পুরো দলের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে হবে, বুঝলি? এবার আমরা কিন্তু জিততেও পারি and congratulations for your half century। ওহ বাবলু, কিভাবে বাড়ি যাবি ? কি? বাসে ঝুলতে ঝুলতে ? না না

এই নে ১০০ টাকা, ট্যাক্সি করেনে, আর অত বকেছি বলে কিছু মনে করিস না , পরের ম্যাচ থেকে একটু খেলায় মন দে, ঠিক আছে যা তোরা।

এ বার অন্ত: জেলা অনুর্দ্ধ ১৫ knockout One Day প্রতিযোগিতায় সবাইকে চমকে দিয়েছে উলুবেড়িয়া তরুণ সংঘ! পাতিপুকুর উদয়ন সংঘ, সোদপুর তরুণ দল আর বারাকপুর ভাতৃ সংঘ কে হারিয়ে সোজা ফাইনাল এ চলে এসেছে। এর মূল কৃতিত্ব অবশ্যই যায় দলের কোচ প্রবীর চ্যাটার্জী কে, যদিও ভুললে চলবে না নিজের জীবনের সোনার ফর্ম এ আছেন দল এর অধিনায়ক বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, ৩ ম্যাচ এ তার মোট সংগ্রহ ৩৩৪ রান, গড় ১৬৭ , এবং strike rate ৯০ ! পরশু এদের মুখোমুখি গত দুবারের বিজয়ী দমদম youth association। খুবই কড়া মোকাবিলা হতে চলেছে, দেখা যাক শেষ হাসি কে হাসে? উলুবেড়িয়া না দমদম ?

-"বুঝলি তো বাবলু? তুই না কিপিং তা এ একটু মন দে, শুধু ব্যাটিং দিয়ে হয় না আর"

-" ঠিকই বলেছিস খোকন, একটু মন দিয়ে খেলতে হবে আমাদের, রোজ রোজ তো আর বাপ্পা একা জেতাতে পারবেনা। "

-" তবে যাই বল ভাই, আমাদের বাপ্পা কিন্তু হেব্বি খেলছে ! বড় ক্লাবে চান্স পেলো বলে, পরশু দিন শুনছি মাঠে নাকি মোহনবাগান এর কিছু লোক আসবে, বাপ্পা ভালো করে খেলিস কিন্তু!"

-" ধুর মোহনবাগান কি রে? দু তিন বছর বাদ দেখবি, আমাদের বাপ্পা India খেলবে। "

-" উফফ তোরা থামবি? আমি মরছি আমার জ্বালায়, আর তোরা সেই থেকে আজেবাজে বকে চলেছিস, আজকে এতক্ষন ধরে প্রবীর স্যার practice করালেন, নিশ্চয়ই বাবা চলে এসেছে , কে জানে কি না কি বলবে! খুব ভয় করছে"

-" এই কি বলিস, কাকু জানেন না যে তুই খেলিস ?"

-" না রে, বাবা কিছু জানেনা, একদম পছন্দ করেনা আমি এসব করি, ৩ মাস পরে মাধ্যমিক না!"

-" আরে ! তুই আবার মাধ্যমিকের ফল দিয়ে কি করবি? ক্রিকেট ই তো তোর জীবন, কাকু কে বুঝিয়ে বল, ঠিক বুঝবেন। "

-" ঠিক আছে , তোরা এগো! আমার বাড়ির গলি চলে এসেছে, কাল দেখা হবে practice এ "

বাপ্পা বাইরে থেকেই দেখতে পেয়েছে বাবার স্টাডিরুম এর আলো বন্ধ। যাক বাবা! নিশ্চয়ই এখনো ফেরেনি, মনে মনে ভাবলো বাপ্পা। বেল টিপতেই তার মা দরজা খুললেন , তবে ! এ কি ! পেছনেই তো তার বাবা দাঁড়িয়ে, একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়লো বাপ্পা। বাপ্পার বাবা অমিতাভ বাবু সব ই বুঝলেন, ছেলেকে নিয়ে গেলেন তার স্টাডি তে , জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, যদিও ঘরের আলো জ্বালালেন না। " কি, ক্রিকেট খেলতে গেছিলে আবার? আমি বারণ করা সত্ত্বেও?" ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, বাপ্পা শুধু একটা হুম ছাড়া কিছুই বলতে পারলো না লজ্জায়।

"তোমার মা এর কাছে শুনলাম , টেস্ট এ নাকি মোটে 70% নম্বর পেয়েছো? ৩ মাস পরে মাধ্যমিক, সে খেয়াল আছে?" প্রশ্ন করলেন অমিতাভ, বাপ্পা এবার যেন একটু ভাবলো যে কি বলা যায় , তখন ই আসার সময় ইমরান এর বলা কথাটা তার মনে পড়লো, সে বললো " হ্যাঁ বাবা, এটা ঠিক যে আমার পড়াশুনা টা ঠিক করে হচ্ছে না, কিন্তু এই tournament টা এ কিন্তু আমি খুব ভালো খেলেছি , পরশু ফাইনাল , মোহনবাগান এর scout আসছে বাবা, ভালো খেললে হয়তো ওদের Under 16 এ সুযোগ আছে।"

অমিতাভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "দেখো বাপ্পা, এইটা আমি তোমাকে বলতে চাইনি কিন্তু আজকে বলতে বাধ্য হলাম। আমার যখন তোমার মতো বয়েস , না না একটু বেশি, জয়েন্ট পরীক্ষার আগের দিন তোমার দাদু, আমার বাবা মারা যান। মা, দুটো ছোট ভাইবোন , সবার দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়লো। খুব ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার , কিন্তু আমার ওপর বাবার ব্যবসার দায়িত্ব টা এসে পড়লো , সেটাই সামলাতে হলো সারাজীবন, ডাক্তার হওয়া আর হলো না , ভেবেছিলাম আমার ছেলে একদিন বড় ডাক্তার হবে, কিন্তু ঠিকাছে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তা ই করো। "

বাপ্পা সব শুনে নিজের ঘরে চলে এলো, kitbag টা খাটের পাশে রেখে, বসে পড়লো পড়ার table এ, জ্বলে উঠলো ওর table lamp।

২০২৩

এখুনি শহরের অন্যতম বড় sports showroom থেকে বেরোলেন Dr বাপ্পাদিত্য ঘোষাল , নিজের ছেলে সাম্যব্রত র জন্য দু জোড়া গ্লাভস, প্যাড, হেলমেট এবং ৩টে কাশ্মীরি willow ব্যাট কিনে। আজকেই সম্বু র প্রথম ম্যাচ কিনা, ১২ বছর বয়স , কিন্তু ওর থেকে বড় ছেলেদের সাথেই খেলে, ওর কোচ বলেন অসাধারণ talent , ঠিকভাবে দেখভাল করলে দেশের হয়েও খেলতে পারে ভবিষ্যতে, আর এখন তো IPL খেললেই জীবনে একটা প্রতিষ্ঠা আসে। ২৫ বছর আগের সেই ফাইনাল টা সেদিনের বাপ্পা খেলতে যায়নি, পরে শুনেছিলো তার দল হেরে গেছিলো খুব খারাপ ভাবে। প্রবীর স্যার আর জীবনে ওর সাথে কথা বলেননি, বিয়ের সময় ডেকেছিল, কিন্তু আসেননি। অমিতাভ বাবু অবশ্য ছেলেকে দেশের অন্যতম সেরা cardiologist হিসেবে দেখে যেতে পেরেছিলেন , খুব খুশি হয়েছিলেন তাঁর ছেলে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেছিল বলে।

মাঠে গিয়েই সম্বুকে পেয়ে গেলেন Dr ঘোষাল, ছেলেকে তার kit এর জিনিসপত্র দিয়ে দর্শকাসনে বসলেন। সম্বু ব্যাট করতে নামলো , Dr ঘোষাল কিন্তু তাঁর ছেলেকে দেখতে পেলেননা, তার জায়গায় তিনি দেখলেন ২৫ বছর আগের সেই ছিপছিপে কিশোর কে , যে Good length এর বল কেও অনায়াসে cover drive মারতে পারে, আর dressing room এ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেঁচিয়ে যাচ্ছেন "সাবাশ বাপ্পা! সাবাশ।"

Mousumi Bhattacharya

দুর্গাপূজোর চাঁদা

মৌসুমী সেন ভট্টাচার্য্য

বেগুনডাঙ্গার ছেলেরা এই পল্টু, গজা, আর ভেবলা দুর্গাপূজোর চাঁদা চাইতে এসেছে শ্যামলী জেঠিমার বাড়িতে। এসে ডাকছে জেঠিমা জেঠিমা ...

জেঠিমা : ও তোমরা আবার এসে গেছো ?

পাড়ার ছেলেরা: হ্যাঁ জেঠিমা। এই নিয়ে পাঁচ পাঁচ বার আসলাম আপনার বাড়িতে, আপনি বলেন যে না এখন তো হচ্ছে না, দিতে পারছিনা, দেখুন আজকেও যদি আপনার চাঁদাটা না পাই তাহলে কিন্তু হবে না চাঁদা আপনাকে আজকে দিতেই হবে। দুদিন পরেই তো দুর্গাপুজো শুরু তাই আজই আমরা লাস্ট এলাম চাঁদা নিতে। পাড়ার বাকি সবাই চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন, এই আপনার চাঁদাটা নিয়েই আমরা ঠাকুর আনতে চলে যাব নিয়ে আসুন চাঁদা...

জেঠিমা: হ্যাঁ সেতো বুঝলাম বাবা কিন্তু... ঠিক আছে তোমরা যখন এত করে বলছ আমি না হয় আর একবার দেখছি তোমরা একটু এখানে দাঁড়াও।
ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায় ..অপেক্ষা করছে বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল।তারপর অবশেষে জেঠিমা এলেন হাতে একটা পেন্সিল বক্স নিয়ে।

জেঠিমা: দেখো বাবা তোমরা তো প্রতিবারে এসে আমাকে বলো চাঁদা দিতে। আমি তো আর পড়াশোনা করি না, আমার ছেলে যখন ছোট ছিল তখন সে পড়াশোনা করত। সেও এখন বড় হয়ে গেছে। আমি অনেক খুঁজে, পুরনো জিনিস ঘেটে দেখো একটি স্কেলটা জোগাড় করে আনতে পেরেছি। বুঝতেই পারছো পড়াশোনা তো আর কেউ করে না, আমি চাঁদা কি করে পাব বলতো ? অনেক কষ্টে এই পুরনো স্কেলটা পেলাম যদিও একটু ভেঙে গেছে কোণের দিকটা। তোমরা এই স্কেলটা দিয়েই চালিয়ে নাও চাঁদার পরিবর্তে। এবার তোমরা এসো, দয়া করে আর এসে আমাকে চাঁদা চেয়ে বিরক্ত করো না। জানোই তো এই গরমের মধ্যে, ভিড়ে ঠেলাঠেলি খেয়ে আমি পাড়া বা অন্যের পাড়ায় ঠাকুর দেখা একেবারেই পছন্দ করি না, আমি ঘরে বসেই এসি চালিয়ে দেশ, বিদেশের ঠাকুর দেখি। টিভিতে।
বলেই জেঠিমা ভেতর থেকে বাড়ির দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

Kuntal Ghosh

Esha Bandyopadhyay

Maharaj
The Indian Grill
Chicago
Maharaj
The Indian Grill
Elmhurst
Maharaj
The Indian Grill
Northbrook
I'M SO VERY, AC
AMAZINGLY, EXTRE
CRAZILY, BRUTALLY,
GRATEFUL OF YOU!
BEST FOOD IN CHICAGO
MAHARAJ
INDIAN
GRILL
MAHARAJCHICAGO@GMAIL.COM
(312) 877-5376
333 S STATE ST UNIT C13,, CHICAGO, IL-60604

Repairs

Suhail Dutta

The supervisor was quite irate.

“But you realize this is our best technician we are talking about. The factory is in terrible condition, needing constant repairs. If anything, we need to hire more people, not let go of the few good ones that we have!”

“I understand,” the manager always used a calm tone when discussing matters that he knew would provoke an incendiary response. Somehow, the turbulence across the table allowed him to further maintain his composure.

“But we are not the same company that we used to be. The lawlessness of the past simply cannot be allowed to exist anymore.” He paused for a minute, allowing the supervisor to take this in, before resuming.

“Compliance with HR policies is non-negotiable, the attendance policy being the easiest one to implement. And so...” he hurried on, seeing that the supervisor was about to protest.

“I need you to talk to your tech. Explain to him that this is serious. If he calls off two more days, he will be terminated. It’s not in any of our hands, this is just our policy of work.”

The lead technician was also irate.

“But that’s ridiculous. I explained to you, didn’t I, that the air conditioner in my house broke? I have a wife and a five-year-old that stay home all day. Can you imagine them surviving in this heat?”

As the CNC machines turned and whirred laboriously around them, the supervisor nodded along, waiting for an opportunity to enter the

conversation. He cursed himself for not starting this discussion in a private setting. The last thing he needed was for the rest of the team to witness this discussion, which was quickly progressing to the heated stage.

“I understand, but it’s not really in my hands.” The supervisor shrugged, taking the easy way out, eager to end the conversation.

“You know how these folks are now with all their rules and policies. I’ve worked with you all these years and I know how good you are at your job. I’d hate to lose you, but if you miss another couple of days, then I’m afraid there won’t be much that I can do for you.”

“There’s not much you can do if things keep breaking down around me” the technician mumbled, walking away.

A month later, the manager had to try his best to not be irate.

“Well...” he said to his supervisor.

“These meetings about attendance are getting quite frequent,

aren’t they?”

The supervisor shrugged and nodded. He had an idea of where this conversation would be going. The manager looked at the leftmost part of his three-monitor setup and said, “I see you approved a couple of days' vacation for him two weeks ago. Remind me what that was for?”

“He needed to fix a fence that was blown away by the wind.” The supervisor replied quietly.

“And he called off last week on Thursday, did he give an explanation?” The tailored attendance tracking software didn’t lie.

“He said his aunt needed a toilet fixed and then the water pump broke in his house.” The deeper furrowing of the manager’s brow convinced the supervisor that the conversation was heading in the direction he expected.

“I think it’s time to give him a final warning.”

Pretty rural area, the supervisor thought, as he pulled up outside the technician’s house. For once, he’d been the one complaining about issues at his home and based on the false pretense of a flooded basement, he’d invited himself to a night’s stay at the technician’s house. *I’m probably taking this too far.* The thought crossed his mind again as he turned his car off in the driveway. Impulsive or not, he knew the level of magnitude by which the complexity of his job would increase if he lost this tech. *And if I don’t do it, then who will?* he told himself and rang the doorbell.

“That was a lovely dinner, thank you so very much” the supervisor said, sitting at the table with the technician’s wife. Their daughter had slept on the couch watching her cartoons, and the technician had gone to put her to bed.

“You’re very welcome,” the wife replied.

“I know very little about the work my husband does, so this was fun for me too. I’m always looking to know more about what keeps him so busy.”

The supervisor sensed there was something more that she wanted to say, so he gave her a little nudge.

“So things have been quite hectic at work lately, how has he been dealing with all the stress?” She pursed her lips and replied.

“He’s been fine, for the most part. He enjoys working for you and the company, working with his hands has always been something he’s passionate about.

What keeps him busy is all the stuff that keeps needing repairs around the house.

Sometimes, I don’t understand it,” she said with a short laugh.

“I would have sworn this house didn’t seem in that bad of a shape when we bought it three years ago.”

The supervisor smiled politely, as she continued.

“Also, I don’t want to come off as complaining, but…” the supervisor leaned forward, sensing that this could be important.

“No, no, please do” he said.

She glanced at the bedroom door and said, “It’s the third shift that takes the most out of it, you know, the projects you have him working on at night between midnight and 6 am? He leaves

and then comes back all…”

She was about to reveal more when the technician walked into the room, a book in hand, beaming.

“Sound asleep!” he proclaimed proudly, turning to his wife while waving the book around, a slight look of concern on his face.

“I think she’s getting a bit too ambitious with her reading, hon. It’s probably a bit too soon for Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Maybe we let her stick to fairy tales for now?”

Turning to the supervisor, he said.

“You okay, boss?”

The look of bewilderment was back on the supervisor’s face, but he managed to smile and nodded, with only one thought on his mind.

Their company had always only ever had one shift of operation.

A few hours later, the supervisor lay in the technician’s guest room on the upper level of the house, his mind racing with endless possibilities. Why would the technician lie to his wife? Was he cheating on her? Or did he need a fix for his addiction every night? This was certainly why he kept missing work. Maybe he should confront him directly? ‘And if he needs help, he should get it.

The supervisor thought to himself, unreasonably confident in his ability to help.

As he played around with multiple scenarios, he became aware of a slight rhythmic thumping noise coming from outside. He looked at his watch as he lifted himself off the bed and walked to the window. 2:17 am, the moonlight showed him the time on his watch as he peered out, trying to locate the source of the noise. Straining his eyes, he was able to make out a figure, hunched over the side of the house. It was almost certainly the technician, hitting on something with a hammer.

“This is odd.’’ the supervisor thought to himself as he made his way downstairs, intrigue and dread in his mind. He went through the glass patio doors and stood near the crouched figure as he rhythmically hammered the water line.

“Anything wrong?” he ventured. The noise stopped as the technician stood up slowly and faced him, his face impassive, hair disheveled.

“Yes, all is good. Can I help you?” he said, in a voice quite unlike his own. For the first time, the supervisor was aware of the signs of fatigue on the man’s face, he looked much older than the technician he had had dinner with.

“No, I just heard you working out here and thought I’d come and see if I could help,” the supervisor said, walking closer and kneeling next to the water line.

“So, what’s broken now?”

“Nothing…yet.” The man replied.

The manager was quite irate.

“But you need your supervisor to approve this, where is he? I haven’t seen him at all today.” He barked into his phone, while checking his calendar. It was 7:30 am.

“I’m not sure, Sir, but I really need the day off today. A water line broke and my basement is getting flooded, I really must fix this.”

The manager sighed. He didn’t have time to deal with this. He was already late for the meeting to discuss the company-wide employee survey results. Empathy towards employees has been a major point of discussion this year.

“Alright, alright. Do what you need to do. A fence last week, a water line this week. Is there anything in this world that you can’t fix?”

The manager hung up, without waiting for a response.

“Only myself,” the technician thought.

Somsubhra Ghosh

A Recent travel to the Big Apple

Vikram Konkimalla (11 years, grade 6)

New York has always been a fascinating place for me with its many architectural wonders and a a favorite place for most people to travel for either work or fun. Recently my family and I traveled to New York for the Columbus Day long weekend. When I got there, I was struck with the vastness of the airport and its beauty. We traveled to our hotel in a yellow taxi that is popular and what you see in movies, and I was thrilled by their speed and how they drove in the city. We arrived at our fancy hotel that was big and glamourous and right in the heart of Manhattan that gave us access to all the wonders of the city within walking distance or via a short ride on the trains. The view from our level 24 hotel floor was spectacular with dazzling lights and a great skyline view that took my breath away. I suddenly felt very refreshed and ready to explore the city at night even though it was late in the night, and I was tired. I realized that the city never sleeps and there is always traffic no matter what the time of the day. From our room we had a good view of the Chrysler building, which is a famous building in Manhattan. So, we decided to explore a bit in the pleasant evening time.

When we stepped out that evening, Manhattan was cold. My family and I went for an evening stroll where we went to Grand Central – a famous train station that also has subways for travel all over New York. Since we were close to the Chrysler building, we were able to walk to it and see many fascinating buildings with different styles of architecture. I learned that Manhattan is an island and space is always tight. My first impression of the place was that it was full of people, and this made the city populous and vibrant. I wish the city was cleaner and unlike Chicago which is so clean I felt New York was not and could do better.

When I woke up the next day that fell on a Saturday, the air smelt fresh and divine, and it was the weekend. After a hearty breakfast we proceeded for the Statue of Liberty. The Statue of Liberty was very beautiful, and we went up to the pedestal of the statue. We were lucky to get special tickets for this as they sell out quickly. I also came to know from my mom that there are crown tickets too to see all over New York from the top, but these are so much coveted that they are hard to find and I was told they are now only available for December. What a wait! We then went to Ellis Island. I learned a lot about immigrants from other countries. I then went to 911 memorial, and it was very sad learning about the attacks and how the city recovered from those incidents.

My family and I then went to Wall Street which was super busy and interestingly there was a huge line to just take a picture with the Raging Bull that is iconic of the stock exchange. We walked around the place and learned that Wall Street is a place where huge money and stock transactions happen. After this we proceeded to meet up with my mom's friend and her family. Chandni Aunty has twins Eva and Arya who became my friends and who told me all about their school and love for Roblox. We went to a great Chinese restaurant and heard all about the festivities of the city and the vast Chinatown there. After dinner we decided to experience Times Square in the night. We took the direct subway there and arrived at a world of bright noisy vibrant large billboards that were colorful and competed to get the attention of the audience. We enjoyed the colorful world and walked back to our hotel to get rest and be geared up for the next day's activities as it was going to be our last day.

The next day which was our last day was devoted to only the two amazing wonders that JI had heard and read about and which I was looking forward to seeing in live. After a hearty breakfast we went to the world-famous Empire State Building which was super tall. The

dome glistened in the sun and looked so majestic. Our next stop was the famous Rockefeller Center that is also a landmark to see with huge statues and flags and a great aura. I saw the ice rink that was under construction, and I heard that their central Christmas tree positioned there is one of the most attractive Christmas trees in the world. I was blown away by the architecture and the grandeur of the building and left with this beautiful sight in my mind. Brooklyn bridge was our last stop for the day. We walked the entire stretch of the bridge with tourists from all over the world with us. A beautiful bridge that was made to take New Yorkers to Brooklyn that boasts of art, food and Julian's famous pizza and pies.

We loved every minute of our time in New York, and I cannot wait to go back. I will always look back and cherish the memories from New York and all its grand architecture, buildings and monuments with a well-defined skyline and people that make this city so alive and grand.

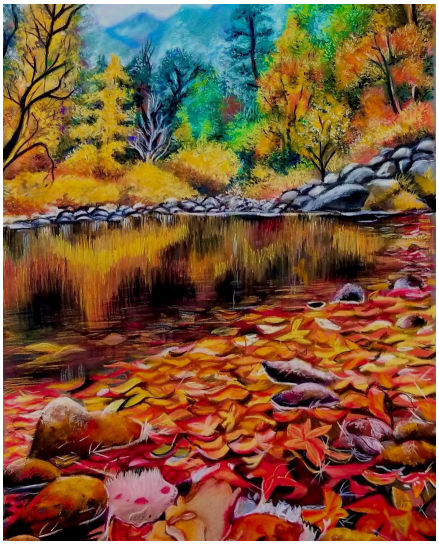

Esha Ghosh

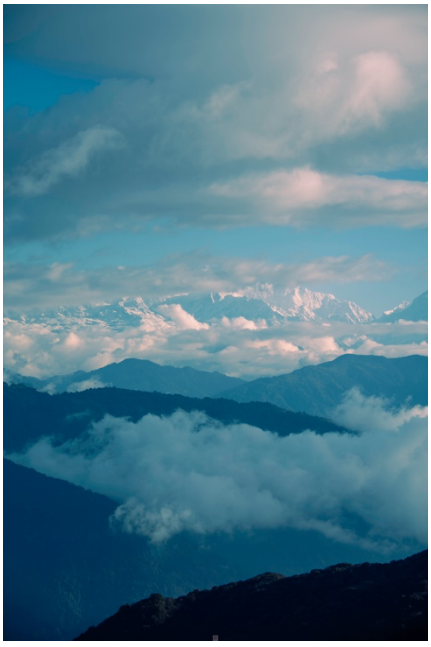

Somsubhra Ghosh

পোস্ত পাস্তা পাবলিক

#POSTOPASTAPUBLIC

এর ফুল ব্যান্ড

আমাদের খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী

কমপ্লিকেটেড গান শুনে ক্লান্ত ??
টেম্পো তে বাধা ??,
শীঘ্রসোলো , স্বপ্নলিরিক ??
এই সবকিছুর গ্যারান্টি দিয়ে ১ ঘন্টার মধ্যে সমাধান !!

পোস্ত র পরে পাস্তা ও এই ছবি
দেখিয়া গান শুনুন।
গান শোনার আগে হলোগ্রাম
স্টিকার দেখে নেবেন।

ইনস্টাগ্রাম

ফেসবুক

ইউটউব

SUNDARBANS
Fish Bazar

Meat & Grocery
Certified Zabiha Halal Meat

Frozen Fish, Halal Meat - Bangla Audio/Video
Bangladeshi Sweets
- Phone Cards & Much More

OPEN 7 DAYS 9 AM - 9 PM	6409 N. Bell, Chicago, IL 60645 **Tel: (773) 761-8780**	Omar Faruq

Delivery available !!

পরিযায়ী

Priyanka Chowdhury

দুর্গোৎসব ১৪৩০